5 | 67

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ..2 4 DEC 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪.....

পরীক্ষায় "নীরব বহিষ্কার" সম্পর্কে কিছু কথা

ইতোপূর্বে সরকার পরীক্ষায় "নীরব বহিষ্কার" রীতি চালু করেছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত অনেকগুলো সংস্কার কর্মসূচীর অন্যতম একটি সংস্কার কর্মসূচী হলো "নীরব বহিষ্কার"। পরীক্ষার হলে ছাত্রছাত্রীদের নকল করতে দেখলে অথবা কোন রকমে অবৈধ অনিয়ম গ্রহণ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করলে ইনভিজিলেটর অর্থাৎ পরীক্ষা পরিদর্শক আর টেনে-হিঁচড়ে পরীক্ষার্থীর খাতা নিতে যাবেন না যে কোন ছাত্রছাত্রী গণটোকাটুকি, অপর পরীক্ষার্থীর খাতা দেখে লেখার চেষ্টা অথবা বই দেখে বা চিরকুটযোগে নিজের জানা কোন বিষয় লেখার সহায়তা গ্রহণ করলে পরীক্ষা পরিদর্শক তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষার্থীকে কোন কিছু না জানিয়ে গোপন রিপোর্টের মাধ্যমে অবৈধ পন্থা গ্রহণকারী পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন। বিষয়টি অত্যন্ত সঠিক সময়ে সরকার বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছে। কারণ, যেখানে ছাত্রদের লেখাপাড়া করবার পরিবর্তে অস্ত্র নিয়ে অধিক সময় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়; এই সিদ্ধান্ত সাধুবাদ পাবার যোগ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের দেশে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইলে এবং সত্যিকার জ্ঞানী এবং সুশিক্ষিত ছাত্র সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে "নীরব বহিষ্কার" একটি চমৎকার কার্যকরী পদক্ষেপ হবে।

তবে, এই বিষয়ে শুধু শিক্ষার্থী কিংবা পরীক্ষার্থীকেই দায়ী করলে চলবে না। ইনভিজিলেটরকেও কতকগুলো নিয়মের অধীনে সৎ মানসিকতার ধারক ও বাহক হতে হবে। যেমন- ছাত্রছাত্রীদের বেলায় পরিচিত-অপরিচিত, আত্মীয়-অনাত্মীয় সম্পর্ক চিন্তা না করে রিপোর্ট করা না করার বিষয়টি যেন কোনক্রমেই কারও মাথার মধ্যে না আসে। সবার প্রতি সমান বিচার যেন চলে।

কোন পরীক্ষা পরিদর্শকের একার রিপোর্টই যেন চূড়ান্ত না ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষা কেন্দ্রের "হল-ইন-চার্জ"-এর মতামত অথবা অন্য কোন ইনভিজিলেটরের মতামতও গোপনীয়ভাবে নিলে ভাল হয়। কারণ, পরীক্ষা পরিদর্শক তথা ইনভিজিলেটরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, আমার এই রিপোর্টই কোন পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীর "জীবন-মরণ" সমস্যার কারণ হতে পারে।

ইনভিজিলেটরের রিপোর্টটিতে সময়ক্ষণ, প্রশ্নের নম্বর, উত্তরপত্রের নম্বর, সম্ভব হলে উত্তরপত্রের পাতার নম্বর উল্লেখসহ বিস্তারিত বর্ণনা থাকলে বহিষ্কার রিপোর্টটির সত্যতা সঠিক হবে বলে আমাদের ধারণা।

আরও একটি বিষয় এই "বহিষ্কার"-এর বেলায় বিবেচ্য হতে পারে। তাহলো; প্রথমবারই যেন অভিযুক্ত ছাত্রছাত্রীকে চরম শাস্তি দেয়া না হয়। দোষী ছাত্রছাত্রীকে অন্তত একবার মৌখিকভাবে সতর্ক বা হুঁশিয়ারি "ইঙ্গিত" দেয়া যেতে পারে। যাতে পরীক্ষার্থীর মনে একটা ভয় কাজ করে যে, "অসদুপায়" গ্রহণ করলে আর রক্ষা নেই।

পরিশেষে বলতে হচ্ছে– আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি আছে, সেগুলো একত্রে এক সাথে দূর করা যাবে না। তাই বলে চুপচাপ বসে থাকলেও মস্তান আর সন্ত্রাসীদের হাত থেকে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাহু মুক্ত করা যাবে না। তাই কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতেই হবে। আর যারা ভাল কাজ করবেন তাদেরকে সহায়তা করতে হবে। না হলে পরিকল্পনা বা পদ্ধতি শুধু কাগজেপত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, বাস্তবায়িত হবে না কোনদিনও।

মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান যোবায়ের